Pranajit inaugurates next generation GST reforms

Observer Reporter

Agartala: Jun 03. The Faculty of Management & Commerce of the ICFAI University Tripura organizing the National Conference on "Next-Generation GST Reforms in India: Implications for Equity, Efficiency, and Inclusive Economic Growth" in collaboration with the Indian Council of Social Science Research (ICSSR)at ICFAI Campus from 3rd June to 5th June, 2026. Pranajit Singha Roy, Finance Minister, Government of Tripura, inaugurated the conference along with Prof. (Dr.) Biplab Halder, Vice-Chancellor Dr. A. Ranganath, Registrar of the University. Prof.(Dr.) Halder welcomes the Dignitaries on the dais and all the Faculty members, Staff, Research Scholars, Participants and the students. He also explained about the implications for equity, efficiency and inclusive economic growth. Dr. A Ranganath explained about significance of the title of the conference.Honourable Finance Minister, Shri Pranajit Singha Roy on his Chief guest address said that GST reforms have significantly influenced Tripura's economic development and explained statistically how state's Gross State Domestic Product (GSDP) has doubled over approximately six years. He informed that the GST collections have contributed to *See on P-3*

GST reforms strengthened state's finances, boosted public investment capacity: Pranajit

Times News

Agartala, Jun 03: Tripura Finance Minister Pranajit Singha Roy on Wednesday said the implementation of the Goods and Services Tax (GST) has strengthened the state's finances and enhanced its capacity for public investment, contributing to economic growth over the past several years.

Speaking at the inauguration of a three-day national conference on GST reforms at The ICFAI University, Tripura, the minister said the state's Gross State Domestic Product (GSDP) has doubled over nearly six years.

The conference, titled "Next-Generation GST Reforms in India: Implications for Equity, Efficiency, and Inclusive Economic Growth", is being organised by the Faculty of Management and Commerce of the university in collaboration with the Indian Council of Social Science Research from June 3 to 5. Addressing participants, Singha Roy said GST collections have contributed to stronger state finances and enabled increased public investment. He also outlined the impact of tax reforms on Tripura's economic development, citing growth in the state's GSDP.

Vice-Chancellor Biplab Halder welcomed delegates and highlighted issues related to equity, efficiency and inclusive economic growth in the context of GST reforms. Registrar A. Ranganath spoke on the significance of the conference theme.

The conference has brought together academicians, researchers and policymakers from across the country to deliberate on the evolving GST framework and its implications for economic development. Among the resource persons participating in the event are Debomalya Ghose, Rupak Das, Damodar Nepram, Deepjyoti Choudhury, Akinchan Sarkar and Shrabanti Maity. A total of 59 research papers are being presented by scholars and faculty members representing universities, colleges and research institutions from different parts of the country, organisers said. The conference is being coordinated by assistant professor Dipankar Pradhan, while the vote of thanks was delivered by assistant professor Partha Pratim Saikia.

ইকফাই ইউনিভার্সিটি ত্রিপুরার ফ্যাকাল্টি অব ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড কমার্স কর্তৃক আয়োজিত 'ভারতে পরবর্তী প্রজন্মের জিএসটি সংস্কার, সমতা, দক্ষতা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উপর এর প্রভাব শীর্ষক অনুষ্ঠানে উপস্থিত মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। — *ছবি ঃ নিজস্ব*

ইকফাই-এ শুরু হলো 'পরবর্তী প্রজন্মের জি এস টি সংস্কার' বিষয়ক সম্মেলন

পাঠক সংবাদ, আগরতলা, ৩ জুন ঃ ইকফাই ইউনিভার্সিটি ত্রিপুরার ফ্যাকাল্টি অব ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড কমার্স এবং ভারতীয় সমাজবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ -এর যৌথ উদ্যোগে ৩রা জুন থেকে ৫ই জুন, ২০২৬ ইং পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ' ভারতে পরবর্তী প্রজন্মের জিএসটি সংস্কার: সমতা, দক্ষতা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উপর এর প্রভাব' শীর্ষক জাতীয় সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। তিন দিন ব্যাপী ওই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন ত্রিপুরা সরকারের অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় । এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর (ড:) বিপ্লব হালদার এবং রেজিস্ট্রার ড: এ. রঙ্গনাথ। উপাচার্য প্রফেসর (ড:) বিপ্লব হালদার মঞ্চে উপস্থিত বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ, শিক্ষক-শিক্ষিকা, কর্মকর্তা-কর্মচারী, গবেষক, অংশগ্রহণকারী এবং শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানান। তিনি জিএসটি সংস্কারের প্রেক্ষাপটে ন্যায়সঙ্গত অর্থনৈতিক বণ্টন, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গুরুত্ব তুলে ধরেন। রেজিস্ট্রার ড. এ. রঙ্গনাথ সম্মেলনের বিষয়বস্তুর তাৎপর্য ও প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যা করেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় বলেন যে, জিএসটি সংস্কার ত্রিপুরার অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তিনি পরিসংখ্যানের মাধ্যমে তুলে ধরেন যে, বিগত ছয় বছরে রাজ্যের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। তিনি আরও জানান যে, জিএসটি থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব রাজ্যের

৭ এর পাতায় দেখুন

ইকফাই-এ শুরু হলো

‘পরবর্তী প্রজন্মের জি এস টি সংস্কার’ বিষয়ক জাতীয় সম্মেলন

কামালঘাট।। ইকফাই ইউনিভার্সিটি ত্রিপুরার ফ্যাকাল্টি অব ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড কমার্স এবং ভারতীয় সমাজবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ-এর যৌথ উদ্যোগে ৩রা জুন থেকে ৫ই জুন পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ‘ভারতে পরবর্তী প্রজন্মের জিএসটি সংস্কার: সমতা, দক্ষতা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উপর এর প্রভাব’ শীর্ষক জাতীয় সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। তিন দিন ব্যাপী ওই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন ত্রিপুরা সরকারের অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর (ড:) বিপ্লব হালদার এবং রেজিস্ট্রার ড: এ. রঙ্গনাথ। উপাচার্য প্রফেসর (ড:) বিপ্লব হালদার মঞ্চে উপস্থিত বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ, শিক্ষক-শিক্ষিকা, কর্মকর্তা-কর্মচারী, গবেষক, অংশগ্রহণকারী এবং শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানান। তিনি জিএসটি সংস্কারের প্রেক্ষাপটে ন্যায়সঙ্গত অর্থনৈতিক বণ্টন, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গুরুত্ব তুলে ধরেন। রেজিস্ট্রার ড. এ. রঙ্গনাথ সম্মেলনের বিষয়বস্তুর তাৎপর্য ও প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যা করেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় বলেন যে, জিএসটি সংস্কার ত্রিপুরার অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তিনি পরিসংখ্যানের মাধ্যমে তুলে ধরেন যে, বিগত ছয় বছরে রাজ্যের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (জিএসজিপি) প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। তিনি আরও জানান যে, জিএসটি থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব রাজ্যের আর্থিক ভিত্তিকে আরও শক্তিশালী করেছে এবং জনকল্যাণমূলক বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে। সম্মেলনে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ ও গবেষকগণ অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ড: দেবমাল্য ঘোষ, অধ্যাপক, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়; ড: রূপক দাস, সহযোগী অধ্যাপক, বীর বিক্রম মেমোরিয়াল কলেজ; ড: দামোদর নেপ্রাম, অধ্যাপক, মণিপুর বিশ্ববিদ্যালয়; ড:দীপজ্যোতি চৌধুরী, সহযোগী অধ্যাপক, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়; ড: অকিঞ্চন সরকার, অতিরিক্ত সচিব, অর্থ দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার; এবং ড: শ্রাবন্তী মাইতি, অধ্যাপক, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়। সম্মেলনে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানের গবেষক ও শিক্ষকদের মোট ৫৯টি গবেষণাপত্র উপস্থাপন করা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক ড: দীপঙ্কর প্রধান সম্মেলনের আহ্বায়ক হিসেবে অনুষ্ঠানটি সমন্বয় করেন। ধন্যবাদজ্ঞাপন করেন ফ্যাকাল্টি অব ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড কমার্স-এর সহকারী অধ্যাপক ড: পার্থ প্রতিম সইকিয়া।

ইকফাই ইউনিভার্সিটিতে সাতদিন ব্যাপী সাংস্কৃতিক কর্মশালা

আজকের ফরিয়াদ, মোহনপুর প্রতিনিধি, ৩ জুন: লোকসংস্কৃতির রঙে রঙিন ইকফাই ইউনিভার্সিটি, শুরু হয়েছে ৭ দিনব্যাপী সাংস্কৃতিক কর্মশালা।আধুনিক শিক্ষার পাশাপাশি লোকসংস্কৃতি ও ঐতিহ্যবাহী শিল্পকলার চর্চাকে আরও সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে ইকফাই ইউনিভার্সিটিতে শুরু হয়েছে ৭ দিনব্যাপী এক বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক কর্মশালা। মোহনপুর মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের উদ্যোগে এবং ...াই ইউনিভার্সিটির ...ায় গত ২৯ মে থেকে শুরু ...র্মশালা ইতোমধ্যেই ...র্রে মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও আগ্রহের সৃষ্টি করেছে।

কর্মশালায় জনজাতি লোকনৃত্য, বাংলা লোকনৃত্য এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের ঐতিহ্যবাহী বিহু নৃত্যের উপর বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।লোকসংস্কৃতির বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার এই উদ্যোগকে ঘিরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে তৈরি হয়েছে এক সাংস্কৃতিক আবহ।ইকফাই ইউনিভার্সিটির মোট ৪০ জন প্রশিক্ষণার্থী এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করছেন। অভিজ্ঞ ও বিশিষ্ট শিল্পী সুবিনয় সিং, মমিতা নাথ, জুলাই দেববর্মা এবং মনু দেববর্মা তাঁদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার আলোকে প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। নৃত্যের কৌশল শেখানোর পাশাপাশি লোকসংস্কৃতির ইতিহাস, তাৎপর্য এবং সামাজিক গুরুত্ব সম্পর্কেও শিক্ষার্থীদের অবহিত করা হচ্ছে।বর্তমান সময়ে বিশ্বায়নের প্রভাবে যখন লোকজ সংস্কৃতির অনেক উপাদান হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কার মুখে, তখন এ ধরনের উদ্যোগ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও প্রসারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে বলে মনে করছেন সংস্কৃতিপ্রেমীরা। বিশেষ করে তরুণ

(এরপর দুইয়ের পাতায়)